Contents

ছোটদের

ইসলামী শিক্ষা

('আকাইদ ও ফিক্‌হ)

প্রথম শ্রেণী

আল-খাইর পাবলিকেশন্স

Contents

ছোটদের

ইসলামী শিক্ষা

('আকাইদ ও ফিক্হ)

প্রথম শ্রেণী

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
(প্রিন্সিপ্যাল- মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা)
(প্রেসিডেন্ট- ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন)

আল-খাইর পাবলিকেশন্স

Contents

আলিয়া ও কাওমী মাদরাসাসহ স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, হিফ্য বিভাগ এবং নূরানী মক্তব বিভাগের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযোগী

ছোটদের ইসলামী শিক্ষা
('আকাইদ ও ফিক্হ)

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

Web: www.aldinalislam.com
E-mail: m.shahidullah.khan@gmail.com

প্রকাশনায় : আল-খাইর পাবলিকেশন্স
নাজির বাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯৮৫-১০৩৬২৭

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৩ ঈসায়ী

কম্পিউটার কম্পোজ : ইউনিক কম্পিউটার্স
৮৯/৩, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল
ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১১৯৯-৫৬৭৩৭০
E-mail: uniquemc15@yahoo.com

মুদ্রণে : কালার হাউজ
১৩৭/এ, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।

মূল্য : ৪০/- (চল্লিশ) টাকা মাত্র

Chotoder Islami Shikkha (Aqayed o Fiqhe)
By Abu Abdullah Muhammad Shahidullah Khan Madani
Published by Al-Khair Publications
Mobaile : 01985-103627, Price : 40/- (Forty) Taka only.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)-এর সাবেক পরিচালক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ ইলিয়াস আলী-এর সুচিন্তিত

অভিমত

সন্তানকে সঠিক শিক্ষা-দিক্ষা দিয়ে আদর্শ মানুষ এবং দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা বাবা-মার একান্ত কর্তব্য। এজন্য প্রয়োজন পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশিক্ষা। আরো বেশী প্রয়োজন ইসলামী শিক্ষা। কারণ ইসলামী শিক্ষা ছাড়া এ প্রতিকূল পরিবেশে আদর্শ ও নীতিবান সন্তান গড়ে তোলার কাজটি খুবই কঠিন। স্নেহভাজন **আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী** ইসলামী শিক্ষা দেবার প্রয়াসে প্রথম শ্রেণীর জন্য **"ছোটদের ইসলামী শিক্ষা ('আকাইদ ও ফিক্‌হ)"** একটি যুগোপযোগী বই রচনা করেছেন। আমি বইটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখেছি, খুবই ভাল হয়েছে। আশা করি আলিয়া ও কাওমী উভয় মাদরাসাসহ, স্কুল ও কিন্ডার গার্টেন এবং হিফ্‌য ও মক্তব বিভাগের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে ছোট শিশুদের জন্য পাঠ্যক্রমভুক্ত করা যেতে পারে। এতে তারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

ছোট শিশুদের জন্য পুস্তক রচনা করার কাজটি খুবই কঠিন। কারণ সন্তানরা আমাদের অতীব মূল্যবান সম্পদ। যেমন তাদের আদর-যত্ন স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে আমাদের, তেমনি আদর-যত্নের সাথে সাথে ধর্মীয় রীতি-নীতি বিধি-বিধানও শেখাতে হবে। কচিমনে সঠিক বিশ্বাসের বীজ বপন করতে হবে। ঘরে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ধর্মীয় মূল্যবোধ সংক্রান্ত শিক্ষা দেবার সুব্যবস্থাও করতে হবে। অতি যত্ন ও সতর্কতার সাথে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সমাজের আশা পূরণে সক্ষম হয়। কারণ ভবিষ্যৎ ফল ভালো পেতে হলে যথাসময়েই যথার্থ বীজ বপন করা পূর্বশর্ত।

কচিমনে শিশুদের শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি ও তাকে ধরে রাখার শিশুসুলভ শিক্ষণীয় বিষয়টি চয়ন করে সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় আকর্ষণীয় করে পাঠদানের বিষয়টি মাথায় রেখে আমার স্নেহভাজন সুলেখক বহু পুস্তক প্রণেতা অতীব প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এই সুকঠিন দুরুহ কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করায় তাকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। বইটিতে তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সকল বিষয়বস্তুই রচনা করেছেন দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। অনেক দেরীতে হলেও দীর্ঘদিনের প্রতিক্ষিত চাহিদার কিছুটা পূরণ হবে বলে আমি আশা করি।

যেসব পুস্তক সঠিকভাবে কুরআন হাদীসে প্রতিফলিত হয়নি বর্তমানে দেশের ঘরে ঘরে, এছাড়াও আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন চলছে, যা বন্ধ করা যায়নি তারই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে এই পুস্তকটি একটি প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশেষভাবে আশাবাদী। ইন্‌শাআল্লাহ, নবপ্রজন্মের নৈতিক অবক্ষয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলেই আমার বিশ্বাস। এ মহতী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আল্লাহ তাকে জাযায়ে খাইর দান করুন। সর্বশেষে বইটির বহুল প্রচার ও প্রসার আন্তরিকভাবে কামনা করছি।

তারিখ : ২০/০৯/২০১৩ ঈঃ

(প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ ইলিয়াস আলী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ, অর্ধশতাধিক গ্রন্থ প্রণেতা প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান-এর সুচিন্তিত

অভিমত

নৈতিকতার বাঁধন ছিড়ে সমাজ যখন দুর্নীতিতে হাবুডুবু খাচ্ছে, পরিবার তার সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্ন পথহারা পথিক যেন সোজা সহজ ও সিরাতে মুস্তাকীমে চলার অন্বেষায় একটি সুন্দর গাইড বই চায়– যেমন ভ্রমণকারী আজীবন চায় রাহবার গাইড, অথৈঃ সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গভেদ করে নাবিক দেখতে চায় তার অভীষ্ট লক্ষ্য বন্দরের বাতি– ঠিক তেমনি নব্য জাহিলিয়্যাতের আঁধার দূর করতে হাতে বাতি নিয়ে এলো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও আজকের শিশু-কিশোর ফুলকুড়ির বাগিচায় শাইখ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানীর সুলেখা শিশু পাঠ্য ইসলামী শিক্ষা বইখানি।

ইসলাম এক সুমিষ্ট ফলবান বৃক্ষ, ফলে ফুলে সুশোভিত নয়ন তৃপ্তিকর হৃদয় জুড়ানো মনোহর মনোরম জীবনের নাম। তার ছায়ায় বসে রূপরস সুগন্ধে যারা অভিভূত পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনে সফলকাম– সে জীবনটি কেমন করে আজকের শিশু সযত্নে গড়বে আগামীকালের সুনাগরিক আর ভবিষ্যতের অনন্ত জীবনকে সুখময় করবে তারই ছক ও সবক দিবার মানসে স্নেহধন্য মাদানীর নিরলস চেষ্টা ও সাধনার সুবাসিত ফল এ শিশু পাঠ্য বই ইসলামী শিক্ষা।

বইটি আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছি পড়েছি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছি যা আমাকে উৎসাহিত করেছে দু' কলম লিখতে। একজন শিশু-কিশোরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আসছে সুন্দর একজন সফল মু'মিন-মুত্তাকী কর্মবীর দেশ জাতি ও রাষ্ট্রের চিন্তা নায়ক সমাজ সেবক জনদরদী নেতা যিনি আল্লাহওয়ালা ও মুহিব্বের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হয়ে জনমনকে আলোকিত ও আলোড়িত করবেন। তাই বইখানি প্রতিটি পরিবারের শিশুর হাতে শোভা পাক– এটাই প্রার্থনা মহান প্রভু আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলার নিকট।

পরিশেষে প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর সলাত সালাম পেশ করে তাঁরই শাফা'আত যেন প্রতিটি মু'মিন-মুত্তাকীর সাথে আমাদের ও সোনামণিদেরও হয় এ বাসনা সত্য সজীব থাকুক। –আমীন ॥

এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

তারিখ : ১৫.০৯.২০১৩ ঈসায়ী

(প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান)

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

লেখকের কথা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد.

আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক। শিশুদের শিক্ষিত করে তোলা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বৈষয়িক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা দেয়া আজ অতি জরুরী। যে কোন মানুষকে ন্যায়-নীতি ও সৎ আদর্শে গড়তে হলে ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যেই ছোটদেরকে আদর্শ মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ার জন্য আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। আল্ কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে **"ইসলামী শিক্ষা ('আকাইদ ও ফিক্হ)"** প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযোগী হিসেবে রচনা করা হয়েছে।

বইটি প্রকাশে যারা সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছেন, বিশেষ করে যারা সুপরামর্শ এবং মূল্যবান অভিমত দিয়ে ধন্য করেছেন আল্লাহ তাদের সকলকে জাযায়ে খাইর দান করুন।

বইখানা আরো সুন্দর ও মানসম্পন্ন করতে কোন পরামর্শ জানালে আমরা কৃতজ্ঞ হব। আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবূল করুন এবং বইটির মাধ্যমে আমাদের সন্তানদের আদর্শ ও নীতিবান হওয়ার তাওফীক দান করুন– আমীন।

ঢাকা
০১/০৯/২০১৩ ঈসায়ী

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
প্রিন্সিপ্যাল- মাদ্রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।
প্রেসিডেন্ট- ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

আকাইদ অংশ

ফিক্‌হ অংশ

‘আকাইদ অংশ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

তাওহীদ (تَوْحِيْدٌ)

তাওহীদ অর্থ : একত্ববাদ, এককত্ব।

তাওহীদ এর বিপরীত শির্ক।

তাওহীদের মর্মবাণী : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ)

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা‘বূদ নেই।

আমরা ছড়ায় বলি– আল্লাহ এক, দ্বিতীয় নেই
বিশ্বাস কর, তাওহীদ এই।

তাওহীদ (تَوْحِيْدٌ) তিন প্রকার

(১) تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ (তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ্) অর্থাৎ প্রতিপালককে এক বলে জানা।

(২) تَوْحِيْدُ الْأُلُوْهِيَّةِ (তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ্) অর্থাৎ মা‘বূদকে এক বলে জানা।

(৩) تَوْحِيْدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ (তাওহীদুল আস্‌মা-য়ি ওয়াস্‌ সিফাত) অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস করা।

Contents

দ্বিতীয় পাঠ

আল্লাহ (اَللّٰهُ)

আল্লাহ আমাদের রব ।

আমরা একমাত্র আল্লাহর ‘ইবাদাত করি ।

আমরা ছড়ায় বলি :

আল্লাহ আছেন ‘আর্শের উপর
আমরা আছি জমিনের উপর
করি তারই ‘ইবাদাত
আল্লাহ ইলাহ
আল্লাহ রব
দীন-দুনিয়া
তাঁরই সব

আল্লাহ : আমাদের ইলাহ ও মা‘বূদ ।

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ।

আল্লাহ এক,

তার কোন শরীক নেই ।

আল্লাহ সবার প্রতিপালক।

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন।

গাছ-পালা, পশু-পাখি সকল কিছুরই একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা।

তিনি সকলের 'ইবাদাত পাওয়ার মালিক।

তাইতো আমরা বলে থাকি–

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾

আমরা একমাত্র তোমারই 'ইবাদাত করি

﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

এবং আমরা একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

আমরা ছড়ায় বলি–

সালাত পড়ি দু'আ করি
আল্লাহ মেহেরবান,
জ্ঞানের আলো সকল ভালো
মোদের কর দান।

তৃতীয় পাঠ

আল্লাহ আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন?*

আল্লাহ আমাদের রব, আমরা তার বান্দা,

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন একমাত্র

তাঁর 'ইবাদাত করার জন্য।

আমরা একমাত্র তাঁর 'ইবাদাত করব।

আল্লাহর 'ইবাদাতে কাউকে শরীক করব না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

"আমি জিন্ ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার 'ইবাদাত করার জন্য।" (সূরা আয্ যারিয়াত : ৫৬)

আমরা শুধুই আল্লাহর 'ইবাদাত করব, তাঁর জন্যই সিজদা দিব এবং তাঁর বিধান মেনে চলব।

---

* নোট : শিক্ষক ছাত্রদের বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বুঝাবেন কিভাবে একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদাত হয় এবং কিভাবে আল্লাহর সাথে শির্ক হয়?

অনুশীলনী- ১

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) তাওহীদ (تَوْحِيْدٌ) এর অর্থ কী?

(খ) আমাদের রব কে?

(গ) তাওহীদ কত প্রকার ও কী কী?

(ঘ) তাওহীদের বাণী কী?

২। সঠিক উত্তর বাছাই কর

(ক) আল্লাহ কোথায় আছেন?

(১) 'আর্‌শের উপর

(২) সব জায়গায়

(৩) জমিনের উপর

(খ) আমরা কার 'ইবাদাত করি?

(১) ওলী-আওলিয়ার

(২) নাবী-রাসূলের

(৩) আল্লাহর

(গ) আমরা কার কাছে সাহায্য চাই?

(১) আল্লাহর কাছে

(২) মানুষের কাছে

(৩) মাযারে মৃত ব্যক্তির কাছে

(ঘ) সকল কিছুর স্রষ্টা কে?

(১) নাবী-রাসূল

(২) আল্লাহ

(৩) ফেরেশতা

চতুর্থ পাঠ

ইস্‌লাম* (إِسْلَامٌ)

ইসলাম আমাদের একমাত্র দীন-ধর্ম।

শুধুমাত্র ইসলামই আল্লাহর মনোনীত দীন-ধর্ম।

অন্য কোন ধর্ম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

ইস্‌লামের পরিচয় :

(إِسْلَامٌ) **ইস্‌লাম শব্দের অর্থ :** আত্মসমর্পণ করা।

শরীয়তের পরিভাষায় ইসলাম : ইসলাম হলো আল্লাহকে এক বলে জানা, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং শান্তির জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁরই বিধি-বিধান মেনে চলা।

ইস্‌লামী বিধি-বিধানের মূল উৎস দু'টি :

এক- আল্লাহর বাণী আল্ কুরআনুল কারীম

দুই- মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস।

* **নোট :** শিক্ষক ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে ইসলামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছাত্রদের মাঝে তুলে ধরবেন।

Contents

পঞ্চম পাঠ

আর্কানুল ইস্লাম* (أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ)

ইসলামের রুকন বা ভিত্তিসমূহ :

আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم

ইসলামের রুকন বা ভিত্তিসমূহ পাঁচটি :

১. شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ –এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, আরো সাক্ষ্য প্রদান করা যে, মুহাম্মদ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

২. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ – সালাত প্রতিষ্ঠা করা।

৩. وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ – যাকাত প্রদান করা।

৪. صَوْمُ رَمَضَانَ – রামাযান মাসে সিয়াম পালন করা।

৫. حَجُّ الْبَيْتِ – আল্লাহর ঘরে হাজ্জ পালন করা।

(সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

* নোট : শিক্ষক ছাত্রদের সহজভাবে আরবী বাক্যগুলো পড়াবেন ও বুঝাবেন।

অনুশীলনী- ২

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) আমাদের দীন কী?

(খ) আল্লাহর মনোনীত দীন কোন্টি?

(গ) ইসলাম বলতে কি বুঝায়?

(ঘ) ইসলামের রুকনগুলো কী কী?

২। সঠিক উত্তর বাছাই কর :

(ক) إِقَامَةُ الصلاة এর অর্থ কি?

(১) যাকাত প্রদান করা।

(২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) হজ্জ করা।

(খ) সালাত প্রতিষ্ঠা করা কিসের রুকন?

(১) ইহসানের।

(২) ইসলামের।

(৩) ঈমানের।

(গ) ইসলামের রুকন কয়টি?

(১) সাতটি (২) পাঁচটি (৩) ছয়টি

(ঘ) (إِسْلَامٌ) ইসলাম শব্দের অর্থ কী?

(১) বিশ্বাস স্থাপন করা।

(২) স্বীকৃতি দেয়া।

(৩) আত্মসমর্পণ করা।

Contents

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

ঈমান* (إِيْمَانٌ)

ঈমানের পরিচয় :

ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস স্থাপন ও স্বীকৃতি প্রদান করা।

শরীয়তের পরিভাষায় : ঈমান হলো আল্লাহপ্রদত্ত বিধানসমূহ অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা, মুখে স্বীকৃতি প্রদান করা এবং কাজে বাস্তবায়ন করা। ঈমান কখনও বেড়ে যায়। আবার কখনও কমে যায়।

আমরা ঈমান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করব এবং আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণে ইসলাম মেনে চলব।

* নোট : শিক্ষক ছাত্রদের ঈমান বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা দিবেন এবং প্রেরণামূলক নাবী-রাসূল ও সাহাবীদের বিশুদ্ধ ঈমানী চিত্রসমূহ বর্ণনা করে শুনাবেন।

দ্বিতীয় পাঠ

আর্‌কানুল ঈমান* (أَرْكَانُ الْإِيْمَانِ)

ঈমানের রুকন বা ভিত্তিসমূহ :

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

اَلْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

অর্থ : ঈমান হল- আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর কিতাবসমূহের, রাসূলগণের ও আখিরাত বা শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আরো বিশ্বাস স্থাপন করা ভাগ্যের ভাল ও মন্দের প্রতি। (সহীহ মুসলিম, হাঃ ১)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস হতে প্রমাণিত যে, ঈমানের রুকন ছয়টি :

(১) اَلْإِيْمَانُ بِاللهِ – আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

(২) اَلْإِيْمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ – ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

(৩) اَلْإِيْمَانُ بِالْكُتُبِ – আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

(৪) اَلْإِيْمَانُ بِالرُّسُلِ – নাবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

(৫) اَلْإِيْمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ – আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

(৬) اَلْإِيْمَانُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ – তাকদীর বা ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

---

* নোট : শিক্ষক ছাত্রদের আরবী বাক্যগুলো সহজভাবে পড়াবেন ও বুঝাবেন।

অনুশীলনী- ৩

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ঈমান শব্দের অর্থ কী?

(খ) আর্কানুল ঈমান কয়টি ও কী কী?

(গ) শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান কাকে বলে?

(ঘ) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কিসের রুকন?

২ । সঠিক উত্তর বাছাই কর :

(ক) আরকানুল ঈমান কয়টি?

(১) ৫টি (২) ৬টি (৩) ৭টি

(খ) ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কিসের রুকন?

(১) ইসলামের (২) ঈমানের (৩) ইহসানের ।

(গ) তাক্বদীর অর্থ কি?

(১) ঈমান (২) আমল (৩) ভাগ্য ।

Contents

তৃতীয় পাঠ

আল-কুরআনুল কারীম* (اَلْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ)

আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী, এতে কোনই সন্দেহ নেই।

আল-কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে জিবরাঈল ('আলায়হিস্ সালাম)-এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর নাযিল হয়।

আল-কুরআন মানুষকে সঠিক পথ দেখায়।

আল-কুরআন মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায়।

আল কুরআন আমরা পড়ব, শুনব ও 'আমল করব।

আল-কুরআনের আলোকে আমরা জীবন গড়ব।

আমরা ছড়ায় বলি–

আল্লাহর বাণী আল-কুরআন
সবের সেরা সুমহান
তাওরাত, যাবূর, ইনজীল
কুরআনের আগে হয় নাযিল।

---

* নোট : শিক্ষক বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে ছাত্রদেরকে কুরআন পড়া, বুঝা ও মানার প্রতি উৎসাহিত করবেন।

চতুর্থ পাঠ

আল-হাদীস* (اَلْحَدِيْثُ)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা, কাজ, ও মৌন সম্মতিকে হাদীস বলা হয়।

আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে জীবন গড়ব।

আমরা কুরআন ও হাদীস শিক্ষা করব।

আমরা কুরআন ও হাদীস মেনে চলব।

প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাব ৬ খানা :

(১) সহীহুল বুখারী

(২) সহীহ মুসলিম

(৩) জামে তিরমিযী

(৪) সুনান আবূ দাঊদ

(৫) সুনান নাসাঈ

(৬) সুনান ইবনু মাজাহ।

---

* **নোট :** শিক্ষক ছাত্রদের নির্দেশনা দিবেন– ইমাম, মুর্শেদ ও বাপদাদা সকলের ঊর্ধ্বে কুরআন ও হাদীস প্রাধান্য দিতে হবে এবং সব কিছু ছেড়ে কুরআন ও হাদীস মেনে চলতে হবে।

অনুশীলনী- ৪

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) আল কুরআন কার বাণী?

(খ) হাদীস কাকে বলা হয়?

(গ) প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাবসমূহ কী কী?

২। সঠিক উত্তর বাছাই কর :

(ক) আল-কুরআন আমাদেরকে কোন পথ দেখায়?

(১) খারাপ পথ

(২) সঠিক পথ

(৩) ভুল পথ

(খ) আমরা কিসের আলোকে জীবন গড়ব?

(১) কুরআন ও হাদীসের আলোকে

(২) পীর-ফকিরের কথার আলোকে

(৩) তাওরাতের আলোকে

(গ) প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাব কয় খানা?

(১) ৪ খানা

(২) ৫ খানা

(৩) ৬ খানা

Contents

পঞ্চম পাঠ

নাবী-রাসূল* (اَلنَّبِيُّ وَالرَّسُوْلُ)

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে যে সকল প্রিয় বান্দাকে নির্বাচন করে প্রেরণ করেছেন, তারাই হলেন নাবী ও রাসূল।

তাঁরা মানুষকে আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রতি আহ্বান করেন এবং আল্লাহর সাথে শরীক করা হতে বিরত থাকতে বলেন।

সর্বপ্রথম নাবী আদম (আলায়হিস্ সালাম)।

সর্বপ্রথম রাসূল নূহ (আলায়হিস্ সালাম)।

সর্বশেষ নাবী ও রাসূল আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

তাঁর পরে আর কোন নাবী বা রাসূলের আগমন হবে না, আমরা সকল নাবী ও রাসূলকে বিশ্বাস করব এবং তাঁদের ওপর দরূদ পেশ করব। আর শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করে আল্লাহর দীন মেনে চলব।

---

* **নোট :** শিক্ষক ছাত্রদেরকে নাবী ও রাসূলদের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবেন– এই মর্মে কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ ঘটনাবলী শিক্ষা দিবেন এবং তাঁদের অনুসরণের প্রতি আগ্রহী করে তুলবেন।

ষষ্ঠ পাঠ

প্রিয়নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) শেষ নাবী ও রাসূল ।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নাবী ।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদের ইমাম ।

আমরা ছড়ায় বলি :

আমাদের প্রিয়নাবী মুহাম্মাদ
আরেক নাম তাঁর আহ্‌মাদ
সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ
বিশ্ব নাবী মুহাম্মাদ
আমরা সবাই তাঁর উম্মাত

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পিতার নাম আবদুল্লাহ ও মাতার নাম আমিনা ।

তিনি আদম সন্তান, আমাদের মত একজন মানুষ, তিনি নূরের সৃষ্টি নন ।

আল্লাহ তা'আলা তাকে নবূওয়াত ও রিসালাত দান করে সবার উপর মর্যাদাশীল করেছেন ।

তিনি সর্বশেষ নাবী, তাঁর পরে আর কোন নাবী আসবে না ।

অনুশীলনী- ৫

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) নাবী ও রাসূল কাদেরকে বলা হয়?

(খ) সর্বপ্রথম নাবীর নাম কী?

(গ) মুহাম্মাদ (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কি নূরের তৈরি?

(ঘ) মুহাম্মাদ (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পিতা-মাতার নাম কী?

২। সঠিক উত্তর বাছাই কর :

(ক) আমাদের রাসূলের নাম কী?

(১) মুহাম্মাদ (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) (২) মূসা ('আলায়হিস্ সালাম) (৩) 'ঈসা ('আলায়হিস্ সালাম)

(খ) আমাদের ইমাম কে?

(১) ইমাম আবূ হানীফা (রহ)

(২) ইমাম শাফি'ঈ (রহ)

(৩) নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

(গ) সর্বশেষ নাবী কে?

(১) দাঊদ ('আলায়হিস্ সালাম) (২) সুলাইমান ('আলায়হিস্ সালাম) (৩) মুহাম্মাদ (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

(ঘ) আমরা কোন নাবীর অনুসরণ করে আল্লাহর দীন মানব?

(১) মুহাম্মাদ (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর

(২) মূসা ('আলায়হিস্ সালাম)-এর

(৩) নূহ ('আলায়হিস্ সালাম)-এর

সপ্তম পাঠ

ফেরেশতা (اَلْمَلَائِكَةُ)

ফেরেশতার পরিচয় : ফেরেশতারা হলেন আল্লাহর দাস, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর গুণগান ও আদেশ পালনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি।

তাঁরা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালন করেন। তাঁরা সংখ্যায় অগণিত।

তাঁদের সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। অন্য কেউ জানে না।

চারজন প্রসিদ্ধ ফেরেশতা :

(১) জিবরাঈল (আলায়হিস্ সালাম)।

(২) মীকাঈল (আলায়হিস্ সালাম)।

(৩) ইসরাফীল (আলায়হিস্ সালাম)।

(৪) মালাকুল মাওত (আলায়হিস্ সালাম)।
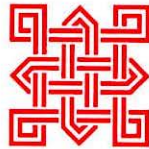
অষ্টম পাঠ

আখিরাত* (اَلْاٰخِرَةُ)

আখিরাত : মৃত্যুর পর যে দিবসে মানুষের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে এবং তাদের কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে তাকে আখিরাত বা শেষ বিচার দিবস বলা হয়।

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের একটি অন্যতম রুকন।

আখিরাত দিবসে মানুষের কর্মসমূহ পাল্লায় ওজন করা হবে।

যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে সে পাবে সুখের স্থান জান্নাত, আর যার গুনাহের পাল্লা ভারী হবে সে পাবে শাস্তির স্থান জাহান্নাম।

আমরা ছড়ায় বলি–

যদি পেতে চাও আখিরাতের উত্তম স্থান
মেনে চল শুধু সহীহ হাদীস ও মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন।

* **নোট :** শিক্ষক ছাত্রদেরকে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উপকারিতা সম্পর্কে বুঝাবেন।

অনুশীলনী- ৬

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ফেরেশতাগণ কার আদেশ পালন করেন?

(খ) ফেরেশতাগণ কীসের তৈরি?

(গ) প্রসিদ্ধ ফেরেশতা কতজন এবং তারা কারা?

(ঘ) আখিরাত বলতে কী বুঝ?

২। সঠিক উত্তর বাছাই কর :

(ক) ফেরেশতাদেরকে কে তৈরি করেছেন?

(১) আল্লাহ (২) মানুষ (৩) জিন।

(খ) আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করা একটি–

(১) ইসলামের রুকন।

(২) ঈমানের রুকন।

(৩) ইহসানের রুকন।

(গ) আখিরাত দিবসে কুরআন ও হাদীস অনুসারীদের জন্য কী রয়েছে?

(১) ভাল বাসস্থান (২) মন্দ বাসস্থান (৩) ভয়ানক বাসস্থান।

ফিক্হ অংশ

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

ত্বাহারাত বা পবিত্রতা (طَهَارَةٌ)

طَهَارَةٌ ত্বাহারাত অর্থ পবিত্রতা অর্জন করা ।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন : পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত সালাত কবূল করা হবে না ।

পবিত্রতা দুই প্রকার :

১ । আত্মিক পবিত্রতা

২ । শারীরিক পবিত্রতা

আত্মিক পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম ঈমান, আর শারীরিক পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম তিনটি :

১ । অযূ

২ । গোসল

৩ । তায়াম্মুম

দ্বিতীয় পাঠ

অযূ* (وُضُوْءُ)

অযূ : ছোট নাপাকি যেমন- পেসাব, পায়খানা ইত্যাদি হতে পরিচ্ছন্ন হয়ে পবিত্রতা অর্জন করার ইসলামী নিয়মকে অযূ বলা হয়।

অযূর নিয়ম :

(১) প্রথমে অন্তরে পবিত্রতার নিয়ত করবে, মুখে উচ্চারণ করবে না। (২) "*বিসমিল্লাহ*" বলে অযূ আরম্ভ করবে। (৩) দুই হাত কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে। (৪) ৩ বার কুলি করবে। (৫) ৩ বার নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে ফেলবে। (৬) তারপর পূর্ণ মুখমণ্ডল ৩ বার ধৌত করবে। (৭) প্রথমে ডান হাত, অতঃপর বাম হাত কনুই পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করবে। (৮) এরপর সম্পূর্ণ মাথা ও কান মাসাহ করবে। (৯) দুই পা গিরাসহ ৩ বার ধৌত করবে। (১০) অযূর শেষে নিচের দু'আ পাঠ করবে-

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

উচ্চারণ : আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা- শারীকা লাহূ ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহ।

যে ব্যক্তি ভালভাবে অযূ করে এ দু'আটি পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেয়া হবে, সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (সহীহ মুসলিম, হাঃ ২৩৪)

---

* নোট : শিক্ষক ছাত্রদেরকে অযূর নিয়মসমূহ বাস্তবে দেখিয়ে দিবেন এবং দু'আ মুখস্থ করাবেন।

তৃতীয় পাঠ

তায়াম্মুম* (تَيَمُّمٌ)

তায়াম্মুম :

অযূ ও গোসলের জন্য পানি না পেলে অথবা পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে তায়াম্মুম বলা হয়।

তায়াম্মুমের নিয়ম :

(১) প্রথমে অন্তরে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করবে।

(২) "*বিসমিল্লাহ*" বলে তায়াম্মুম আরম্ভ করবে।

(৩) অতঃপর পবিত্র মাটিতে দু' হাত একবার মারবে।

(৪) দু' হাত দিয়ে পূর্ণ মুখমণ্ডল একবার মাসাহ করবে।

(৫) এরপর দু' হাত কব্জি পর্যন্ত একবার মাসাহ করবে।

(সহীহুল বুখারী, হাঃ ৩৩৮)

---

* নোট : শিক্ষক ছাত্রদেরকে তায়াম্মুম-এর পদ্ধতি প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা দিবেন।

অনুশীলনী- ৭

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) শারীরিক পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম কয়টি ও কী কী?

(খ) অযূ কাকে বলা হয়?

(গ) তায়াম্মুম কাকে বলা হয়?

(ঘ) তায়াম্মুম এর নিয়ম লিখ?

২। সঠিক উত্তর বাছাই কর :

(ক) ত্বাহারাত অর্থ কী?

(১) দু'আ করা (২) পবিত্রতা অর্জন করা (৩) গোসল করা।

(খ) পবিত্রতা কত প্রকার?

(১) দু' প্রকার (২) তিন প্রকার (৩) পাঁচ প্রকার।

(গ) অযূর অঙ্গসমূহ কতবার ধৌত করা সুন্নাত?

(১) তিনবার (২) চারবার (৩) পাঁচবার।

(ঘ) তায়াম্মুমের জন্য কতবার মাটিতে হাত মারবে?

(১) একবার (২) দুইবার (৩) তিনবার।

চতুর্থ পাঠ

আযান* (أَذَانٌ)

আযান অর্থ : আহ্বান করা, ঘোষণা দেয়া ।

ইসলামী পরিভাষায় : সালাতের সময় হলে নির্দিষ্ট আরবী শব্দ দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে মানুষকে সালাতের জন্য আহ্বান করাকে আযান বলা হয় ।

আযানের শব্দগুলো নিম্নরূপ :

আযানের কালিমাসমূহ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ

(*আল্লা-হু আক্‌বার আল্লা-হু আক্‌বার, আল্লা-হু আক্‌বার আল্লা-হু আক্‌বার*)

তারপর أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ (*আশ্‌হাদু আল্‌লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*) ২ বার । তারপর أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (*আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ*) ২ বার । তারপর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হবে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (*হাইয়্যা 'আলাস্‌ সালা-হ্*, অর্থাৎ- সালাতের দিকে এসো) ২ বার । তারপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হবে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (*হাইয়্যা 'আলাল্‌ ফালা-হ*, অর্থাৎ- কল্যাণের দিকে এসো) । তারপর কিবলামুখী হয়ে বলতে হবে- اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ (*আল্লা-হু আক্‌বার*

---

* **নোট :** শিক্ষক ছাত্রদের আযানের শব্দসমূহ শিখানোর পর আযান দেয়ার নিয়ম শিক্ষা দিবেন ।

Contents

আল্লা-হু আক্‌বার) ১ বার। অতঃপর لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ) ১ বার।

ফজরের আযানে "হাইয়্যা 'আলাল্ ফালা-হ্" বলার পর اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (আস্‌সালা-তু খাইরুম্ মিনান্‌নাওম, অর্থাৎ- ঘুমের চেয়ে সালাত উত্তম) ২ বার বলে বাকী অংশ পূর্ণ করতে হবে।

আযানের জবাব ও দু'আ

মুয়ায্‌যিনের আযান শুনে জবাব দিবে, অতঃপর দরূদ পড়ে নিম্নের দু'আ পড়বে, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা'আত অবশ্যই পাবে।

দু'আ :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدَا ۨ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا ۨ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাহ্, ওয়াস্‌সলা-তিল ক্বা-য়িমাহ্, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ্, ওয়াব্'আস্‌হু মাক্বা-মাম্ মাহ্‌মূদানিল্লাযী ওয়া 'আদ্‌তাহ্।

"হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের তুমিই রব! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে অসীলা নামক স্থান ও মর্যাদা দান কর। তুমি তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দাও, যা তাঁকে প্রদানের তুমি ওয়াদা করেছ।" (সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬১৪)

পঞ্চম পাঠ

সালাত (اَلصَّلَاةُ)

সালাত আদায় করা ইসলামের একটি অন্যতম রুকন।

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম ও রাক্‘আত সংখ্যা :

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ১৭ রাক্‘আত ফরয সালাত আদায় করতে হবে।

নিম্নের ছকে তা বর্ণনা করা হল :

সালাতের নাম	রাক্‘আত সংখ্যা
সালাতুল ফাজ্র	২ রাক্‘আত
সালাতুয্ যোহর	৪ রাক্‘আত
সালাতুল ‘আস্র	৪ রাক্‘আত
সালাতুল মাগরিব	৩ রাক্‘আত
সালাতুল ‘ইশা	৪ রাক‘আত

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ১২ রাক্‘আত সুন্নাত সালাত আদায় করতে হবে।

নিম্নের ছকে তা বর্ণনা করা হল :

সালাতের নাম	ফরযের আগে	ফরযের পরে
সালাতুল ফাজ্র	২ রাক্‘আত	-
সালাতুয্ যোহর	৪ রাক্‘আত	২ রাক্‘আত

সালাতুল ‘আস্র	-	-
সালাতুল মাগরিব	-	২ রাক্‘আত
সালাতুল ‘ইশা	-	২ রাক্‘আত

এ ১২ রাক্‘আত সুন্নাত সঠিকভাবে আদায় করলে আল্লাহ তা‘আলা এর বিনিময়ে জান্নাতে একটি বাড়ী তৈরি করে দেন। (সহীহ মুসলিম, হাঃ ৭২৮)

বিত্‌র সালাত

রাতে ‘ইশার সালাতের পরে সর্বশেষ যে বেজোড় সংখ্যক সালাত আদায় করতে হয় তাকে সালাতুল বিত্‌র বলা হয়। সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল বিত্‌র ১, ৩, ৫, ৭ ও ৯ রাক্‘আত পড়া যায়।
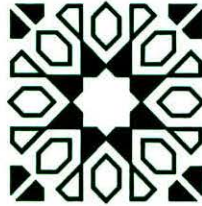
ষষ্ঠ পাঠ

ইসলামী আদব*

যে কোন কাজ শুরু করার আগে بِسْمِ اللّٰهِ (*বিসমিল্লাহ*) “আল্লাহর নামে শুরু করছি” বলতে হয়।

যে কোন মুসলিম ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলে সর্বপ্রথম-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

উচ্চারণ : আস্‌সালা-মু ‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ।

“আপনার ওপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক” বলতে হয়।

কোন ব্যক্তি সালাম দিলে তার জবাবে বলতে হয়-

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

উচ্চারণ : ওয়া ‘আলাইকুমুস্‌ সালা-ম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ।

“আপনার ওপরও শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।”

সালাম শেষে দু’জনে (১+১) দু’হাতে মুসাফাহা করতে হয়, এতে আল্লাহ তা‘আলা উভয়ের গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।

সর্বদায় ছোটদের স্নেহ করবে এবং বড়দের সম্মান করবে।

---

* **নোট :** শিক্ষক সালাম ও মুসাফাহার পদ্ধতি ছাত্রদের মাঝে পরস্পরে প্রয়োগ দেখাবেন।

পিতা-মাতার প্রতি সর্বদায় শ্রদ্ধাশীল হবে, তাঁদের সদুপদেশ মেনে চলবে এবং তাঁদের সেবা করবে, আর আল্লাহর কাছে তাদের জন্য দু‘আ করবে।

দু‘আ : ﴿رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

উচ্চারণ : রব্বির হাম্হুমা- কামা- রব্বা ইয়া-নী সগীরা- ।

“হে আমার রব! তাদের (পিতা-মাতার) দু’জনের প্রতি রহম করুন তেমনিভাবে, তারা আমার ছোটকালে যেমনভাবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।” (সূরা বানী ইসরাঈল- আয়াত : ২৪)

সপ্তম পাঠ

কুরআন পাঠ শিক্ষা*

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۙ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۜ○ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۜ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۧ○

উচ্চারণ : (১) বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির্‌ রাহীম। (২) আল হাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। (৩) আর্‌ রাহ্‌মা-নির্‌ রাহীম। (৪) মা-লিকি ইয়াউমিদ্দীন (৫) ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তা'ঈন। (৬) ইহ্‌দিনাস্‌ সিরা-ত্বাল্‌ মুস্‌তাকীম। (৭) সিরা-ত্বাল্লাযীনা আন্‌ 'আম্‌তা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগ্‌যূবি 'আলাইহিম, ওয়ালায্‌য-ল্লীন। (আ-মীন)

অর্থ : (১) পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি (২) যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, যিনি বিশ্ব জগতের পালনকর্তা। (৩) যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৫) আমরা একমাত্র তোমারই 'ইবাদাত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৬) আমাদের সরল সঠিক পথ

* নোট : শিক্ষক ছাত্রদেরকে সূরাগুলো মুখে মুখে পড়াবেন এবং মুখস্থ করাবেন।

Contents

দেখাও। (৭) সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নি'আমত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের উপর গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (হে আল্লাহ! কবূল করুন)।

সূরা আল্ ইখ্লাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

উচ্চারণ : (১) কুল্ হুওয়াল্লা-হু আহাদ। (২) আল্লা-হুস্‌সামাদ। (৩) লাম্ ইয়ালিদ। (৪) ওয়া লাম্ ইউলাদ। (৫) ওয়া লাম্ ইয়াকুল্লা-হূ কুফুওয়ান্ আহাদ।

অর্থ : (১) হে নবী! তুমি বলে দাও সেই আল্লাহ একক, (২) যে আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন (অথচ সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী), (৩) তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং (কারো হতে) তিনি জন্মলাভও করেনি। (৪) আর তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।

সূরা আল্ ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

উচ্চারণ : ১। কুল আ'ঊযু বিরাব্বিল্ ফালাক্ব, ২। মিন্‌শার্‌রি মা-খালাক্ব, ৩। ওয়ামিন শার্‌রি গা-সিক্বিন ইযা- ওয়াক্বাব, ৪। ওয়ামিন্ শার্‌রিন নাফ্‌ফা-সা-তি ফিল 'উক্বাদ। ৫। ওয়ামিন্ শার্‌রি হা-সিদিন্ ইযা- হাসাদ।

অর্থ : ১। তুমি বল! আমি ভোরের প্রতিপালকের আশ্রয় চাচ্ছি। ২। সেই সমস্ত জিনিসের অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। ৩। এবং অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা (বিশ্ব চরাচরকে) ঢেকে নেয়, ৪। আর গিরাসমূহে ফুঁক দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে, ৫। এবং হিংসুক ব্যক্তির হিংসা থেকে।

সূরা আন্ নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ أَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۙ۝ إِلٰهِ النَّاسِ ۙ۝ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ الۡخَنَّاسِ ۙ۝ الَّذِيۡ يُوَسۡوِسُ فِيۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ۝ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

উচ্চারণ : (১) কুল, আ'ঊযু বিরাব্বিন্ না-স, (২) মালিকিন্ না-স, (৩) ইলা-হিন্ না-স, (৪) মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াস্‌ওয়া-সিল খান্না-স, (৫) আল্লাযী ইউওয়াস্‌বিসু ফী সুদূরিন্না-স, (৬) মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্‌না-স।

অর্থ : (১) তুমি বল, আমি মানুষের প্রতিপালকের, (২) মানুষের মালিকের, (৩) মানুষের উপাস্যের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, (৪) সেই লুকায়িত কুমন্ত্রণা দানকারীর অনিষ্ট থেকে, (৫) যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দান করে, (৬) জিন্ ও ইনসানের মধ্য হতে।

অনুশীলনী- ৮

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ইসলামী পরিভাষায় আযান কাকে বলে?

(খ) দিন-রাতে কত ওয়াক্ত সালাত?

(গ) কোন মুসলমানের সাথে দেখা হলে সর্বপ্রথম কী বলতে হয়?

(ঘ) কোন ব্যক্তি সালাম দিলে তার জবাবে কী বলতে হয়?

(ঙ) কোন কাজ শুরু করার আগে কী বলতে হয়?

(চ) পিতা-মাতার জন্য কী দু'আ করতে হয়?

(ছ) সূরা ফাতিহা অথবা সূরা ইখলাস মুখস্থ বল।

২। সঠিক উত্তর বাছাই কর :

(ক) যোহরের ফরয সালাত কত রাক'আত?

(১) ৩ রাক'আত (২) ৪ রাক'আত (৩) ২ রাক'আত।

(খ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে কত রাক'আত সালাত ফরয?

(১) ১২ রাক'আত (২) ১৫ রাক'আত (৩) ১৭ রাক'আত।

(গ) ফজরের ফরয সালাত কত রাক'আত?

(১) ৪ রাক'আত (২) ২ রাক'আত (৩) ৩ রাক'আত।

(ঘ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে কত রাক'আত সুন্নাত?

(১) ৮ রাক'আত (২) ১২ রাক'আত (৩) ১০ রাক'আত।

(ঙ) কত রাক'আত সুন্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে বাড়ি তৈরি করে দেন?

(১) ১৭ রাক'আত (২) ১২ রাক'আত (৩) ৮ রাক'আত।